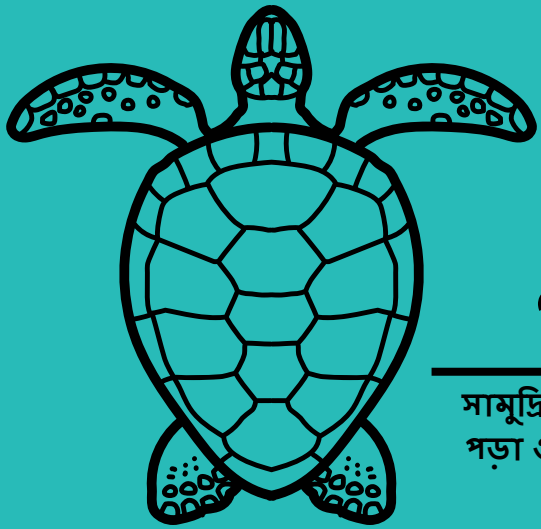

ফিল্ড গাইড

সামুদ্রিক কচ্ছপের আটকে পড়া ও উদ্ধার নির্দেশিকা

ReefWatch
Marine Conservation

reefwatchindia.com 6360249764 projectcoordinator.tele@reefwatchindia.org

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়বস্তু
1.	সামুদ্রিক কচ্ছপ কী?
2.	প্রজাতি
3.	শারীরিক গঠন
4.	পরিচিতি
5.	নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ
6.	আটকে পড়ার (তীরে ভেসে আসার) কারণসমূহ
7.	রিপোর্টিং / তথ্য প্রদান
9.	ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা
11.	পরিবহন
12.	মৃত কচ্ছপের শেষকৃত্ত
13.	পুনঃমুক্তি – সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া
15.	নথিভুক্তকরণ

সহযোগী সংস্থা

REEFWATCH
MARINE CONSERVATION

ROHINI
NILEKANI
philanthropies

নথিভুক্তকরণ

কচ্ছপের শারীরিক পরীক্ষার ফর্ম

কচ্ছপের চিকিৎসা ফর্ম

কচ্ছপের ময়নাতদন্ত / মৃত্যুর পর পরীক্ষা ফর্ম

ই-মেইল: **vetcoordinator@reefwatchindia.org**
/ projectcoordinator.tele@reefwatchindia.org
(এই রিপোর্টগুলির অনুলিপি পাওয়ার জন্য উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।)

সামুদ্রিক কচ্ছপ কী?

সামুদ্রিক কচ্ছপ হলো সামুদ্রিক সরীসৃপ, যারা চেলোনিডি (Cheloniidae) বা ডারমোচেলিডি (Dermochelyidae) পরিবারের অন্তর্গত।এরা তাদের দীর্ঘায়ু এবং অভিবাসী স্বভাবের জন্য পরিচিত।

এরা বিশ্বের প্রায় সব সমুদ্রেই পাওয়া যায় এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এরা সীগ্রাস বেড (Seagrass Beds) ও প্রবাল প্রাচীর (Coral Reefs) সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে।

ভারতে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি প্রজাতি হলো: অলিভ রিডলে কচ্ছপ, গ্রিন সি কচ্ছপ, লেদারব্যাক কচ্ছপ, হকসবিল কচ্ছপ, লগারহেড কচ্ছপ,

*অন্যদিকে, কেম্প'স রিডলে, এবং ফ্ল্যাটব্যাক কচ্ছপ ভারতে কখনও দেখা যায়নি।

প্রজাতি

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অলিভরিডলে কচ্ছপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এর পরের স্থানে রয়েছে গ্রীন কচ্ছপ, তারপর হকসবিল কচ্ছপ এবং সবচেয়ে কম দেখা যায় লগারহেড কচ্ছপ। লেদারব্যাক কচ্ছপ প্রধানত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায় এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে খুবই কম দেখা যায়।

অলিভ রিডলে
লেপিডোচেলিস অলিভেসিয়া

হকসবিল
এরেটমোচেলিস ইমব্রিকাটা

গ্রীন
চেলোনিয়া মাইডাস

লগারহেড
ক্যারেটা ক্যারেটা

লেদারব্যাক
ডারমোচেলিস কোরিয়াসিয়া

সামুদ্রিক কচ্ছপের আকার ও ওজন

সামুদ্রিক কচ্ছপের আকার খুব বড় হতে পারে – এদের ওজন প্রায়শই ১০০ কিলোগ্রামেরও বেশি হয়। এ পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে ভারী কচ্ছপ ছিল লেদারব্যাক কচ্ছপ, যার ওজন ছিল প্রায় 91 4 কিলোগ্রাম, অর্থাৎ একটি ছোট গাড়ির সমান ভারী। অন্যদিকে, ভারতে সবচেয়ে ছোট কচ্ছপ হলো অলিভ রিডলে, যার সর্বাধিক ওজন প্রায় 50 কিলোগ্রাম, অর্থাৎ একজন বড় বাচ্চার ওজনের সমান।

পুনঃমুক্তি (সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া)

যদিও সামুদ্রিক কচ্ছপরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও সহনশীল প্রাণী, তবুও অনেক সময় তাদের ভেসে থাকা বা সাঁতার কাটতে সমস্যা দেখা দেয়। এর সাধারণ কারণ হতে পারে — প্লাস্টিক খাওয়া, মাছ ধরার জালে আটকে পড়া, গুরুতর সংক্রমণ, অথবা শ্বাসযন্ত্রে পানি ঢুকে যাওয়া। এ ধরনের কচ্ছপদের প্রথমে চিকিৎসা করা অত্যাবশ্যক, নইলে তাদের মৃত্যু হতে পারে।

যদি অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসকরা (Veterinarians) কোনো কচ্ছপকে সমুদ্রে পুনঃছাড়ার উপযোগী বলে মনে করেন, তবে তার পরিচয়ের জন্য বাম কাঁধের নিচে ত্বকের নিচে একটি মাইক্রোচিপ স্থাপন করা উচিত।

পুনঃমুক্তি (সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া)

কোনো সামুদ্রিক কচ্ছপকে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার আগে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে সমুদ্রে ফিরে গিয়ে নিরাপদ ও সুস্থভাবে বাঁচতে পারে।

- **মাইক্রোচিপিং:** যেসব কচ্ছপ জালে আটকে পড়েছিল বা আহত হয়েছে, তাদেরকে সমুদ্রে ছাড়ার আগে পরিচয় নির্ণয়ের জন্য মাইক্রোচিপ বসানো উচিত, যাতে ভবিষ্যতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়।
- **ছেড়ে দেওয়ার স্থান** :ছাড়ার স্থানটি সেই প্রজাতির উপযোগী হতে হবে — সেখানে উপযুক্ত তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- **আবহাওয়ার অবস্থা:** ছেড়ে দেওয়ার আগে আবহাওয়া, তাপমাত্রা ও সমুদ্রের অবস্থা যাচাই করুন, যাতে পুরো প্রক্রিয়াটি নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয়।
- **ছাড়ার পদ্ধতি** : কচ্ছপকে নৌকা থেকে বা সরাসরি তীর থেকেও সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।
- **নিরাপত্তা:** কচ্ছপকে ছাড়ার সময় নিজের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখুন। সর্বদা গ্লাভস, মাস্ক ও লাইফ জ্যাকেট পরিধান করুন।

শারীরিক গঠন

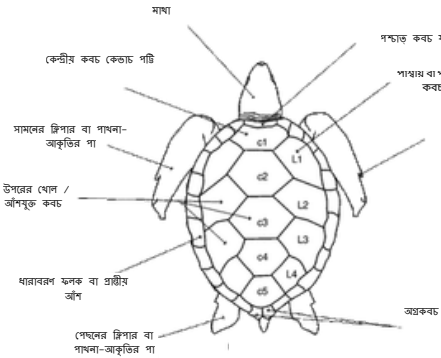

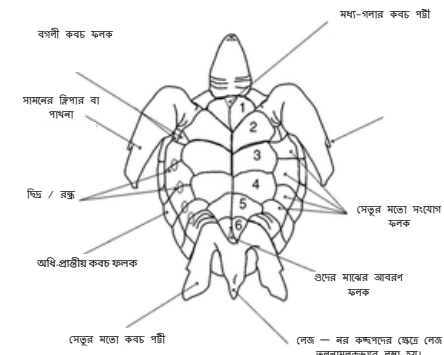

সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রজাতি শনাক্তকরণ

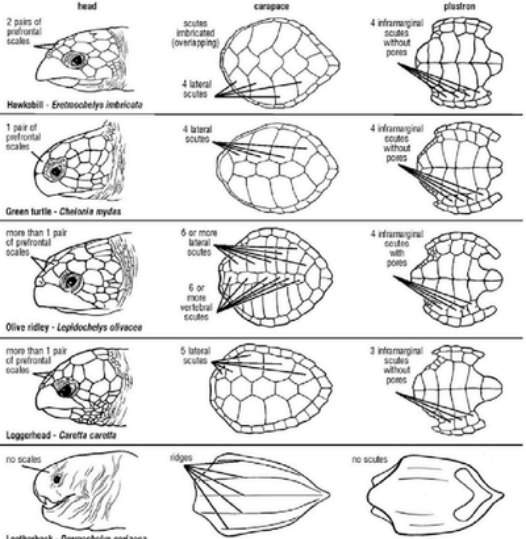

মৃত কচ্ছপের নিষ্পত্তি

- •মৃত কচ্ছপের নিষ্পত্তি যতটা সম্ভব কম পরিবহন করে করা উচিত। অর্থাৎ, কচ্ছপকে দূরে না নিয়ে গিয়ে, যেখানে সম্ভব, সেখানেই সমাধিস্থ সমাধিস্থ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা শ্রেয়।
- কচ্ছপের দেহকে উচ্চ জোয়ারের রেখা থেকে অনেক উপরে সমাধিস্থ করতে হবে।
- •যদি সমাধিস্থ করা সম্ভব না হয়, তবে কচ্ছপের ফ্লিপার (পাখনা)-এর গোড়ায় একটি মজবুত নাইলনের দড়ি বেঁধে দিন, যাতে যদি দেহ আবার তীরে ভেসে আসে, সহজে শনাক্ত করা যায়।
- •ছোট ও মাঝারি আকারের কচ্ছপের জন্য অন্তত 4 ফুট গভীর গর্ত এবং বড় কচ্ছপের জন্য 6 থেকে ৪ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে সমাধিস্থ করুন, যাতে দেহটি পুনরায় উপরে না উঠে আসে (মানুষের হস্তক্ষেপ বা শকুন/অন্যান্য প্রাণীর কারণে)।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: ব্যবহৃত দস্তানা, যন্ত্রপাতি বা সংক্রমিত উপকরণগুলি যথাযথভাবে নিরাপদ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করুন।

পরিবহন

- কচ্ছপকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করবেন বা ঝাঁকাবেন না।
- কচ্ছপের আঘাতপ্রাপ্ত অংশে কোনো রকম চাপ বা টান না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন।
- ভালোভাবে হাওয়া বাতাস চলাচল করে এমন একটি গাড়ি ব্যবহার করুন, যার ভিতরে কমপক্ষে 2 ইঞ্চি পুরু ফোমের স্তর বিছানো থাকবে — এতে কচ্ছপের শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা কমবে।
- গাড়ির ভিতরের তাপমাত্রা 20°C থেকে 30°C এর মধ্যে বজায় রাখুন।

নিয়ম ও আইন

ভারতে সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রধান আইন ও নীতিমালা নিম্নরূপ —

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন – 1972
- সিআইটিইএস (আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী বাণিজ্য সংরক্ষণ চুক্তি) অনুমোদন – 1976
- বন কনভেনশন (Bonn Convention) অনুমোদন – 1981
- পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন – 1986
- জীববৈচিত্র্য আইন – 2002
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন – 2002
- সামুদ্রিক মৎস্য নীতি – 2004
- সামুদ্রিক মৎস্য (বিধিনিষেধ ও ব্যবস্থাপনা) বিল – 2009
- উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি – 2011
- রাজ্য পর্যায়ের মৎস্য নীতি ও আইনসমূহ

ভারতে পাওয়া সামুদ্রিক কচ্ছপের সব পাঁচটি প্রজাতি বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, 1972-এর সূচি-I এবং সিআইটিইএস চুক্তির পরিশিষ্ট-I এর অধীনে আইনগতভাবে সুরক্ষিত। এই বিধান অনুযায়ী সামুদ্রিক কচ্ছপ ও তাদের থেকে তৈরি যেকোনো পণ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

তীরে আটকে পড়ার কারণ

- **জালে আটকে পড়া:** যখন সামুদ্রিক কচ্ছপ মাছ ধরার জালে আটকে যায়, তখন তারা প্রায়ই শ্বাস নিতে পারে না বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে তারা মৃত বা আহত অবস্থায় তীরে ভেসে আসে।
- **প্লাস্টিক গিলে ফেলা :**প্লাস্টিক বর্জ্য গিলে ফেলার ফলে কচ্ছপের পরিপাকতন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যার কারণে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তারা দুর্বল হয়ে তীরে ভেসে আসে।
- **নৌকার ধাক্কা :**নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কচ্ছপের শরীরে গুরুতর চোট লাগে, যার ফলে তারা প্রায়ই সমুদ্র তটে এসে পড়ে।
- **পরজীবীর চাপ :**কচ্ছপের শরীরে অতিরিক্ত পরজীবী থাকলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে; তাদের স্বাস্থ্য ও চলাফেরার ক্ষমতা কমে যায়, ফলে তারা সহজেই তীরে আটকে পড়ে।
- **ফুসফুসে সংক্রমণ:** শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ হলে কচ্ছপের সাঁতার কাটা ও ডুব দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, যার ফলে তারা ভেসে তীরে চলে আসে।

মৃত কচ্ছপকে পরিচালনা করা

- মৃত কচ্ছপকে হাত দিয়ে ধরার সময় বা সরানোর সময় অবশ্যই গ্লাভস ও মাস্ক পরুন, যাতে কোনো প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া রোগ ছড়িয়ে না পড়ে।
- যদি সম্ভব হয়, কচ্ছপের দেহটিকে উচ্চ জোয়ারের রেখা (High Tide Line) থেকে দূরে, কম ভিড়যুক্ত ও ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে যান।
- যদি কচ্ছপের দেহটি রোদে পড়ে থাকে, তাহলে সেটিকে ছায়ায় রাখুন বা ঢেকে দিন।
- কচ্ছপের দেহকে ছোঁয়ার বা স্থানান্তর করার সময় সর্বদা গ্লাভস পরুন।

জীবিত কচ্ছপকে পরিচালনা করা

- কচ্ছপকে হাত দিয়ে ধরার সময় অবশ্যই গ্লাভস পরুন, কারণ সামুদ্রিক প্রাণীদের শরীরে এমন জীবাণু থাকতে পারে, যা মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াতে পারে।
- ভিড়কে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন এবং যতটা সম্ভব কমিয়ে দিন, কারণ ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত কচ্ছপ আরও ভয় পেতে পারে ও অস্থির হয়ে উঠতে পারে।
- যদি কচ্ছপের শরীরে কোনো আঘাত থাকে, তাহলে সাবধানে পর্যবেক্ষণ করুন এবং রিপোর্ট করুন।
- কচ্ছপকে উল্টে দেবেন না, এবং তার ফ্লিপার (পাখনা) টেনে পরীক্ষা করবেন না।
- কচ্ছপকে সর্বদা পরিষ্কার, উষ্ণ, শুকনো ও নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- আটকে পড়া কচ্ছপকে তার নাকের (নথুনির) বেশি উচ্চতার জলে ছাড়বেন না।
- কচ্ছপের চোখে টর্চ বা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আলো ফেলবেন না।
- কোনো কচ্ছপকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কখনও সমুদ্রে ছেড়ে দেবেন না।

রিপোর্টিং / তথ্য প্রদান

- কচ্ছপ দেখলে সবচেয়ে আগে স্থানীয় বন দফতর-কে খবর দিন।
- কচ্ছপের দুই পাশ ও উপরের দিক থেকে ছবি তুলুন। তার পাশে একটি ছোট বস্তু (যেমন কলম) রাখুন, যাতে তার আকার বোঝা যায়।
- ছবিগুলি অবশ্যই জিও-ট্যাগযুক্ত (Geotagged) হতে হবে, যাতে ছবির মাধ্যমে স্থান সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- অন্তত একটি এমন ছবি অবশ্যই তুলুন, যেখানে সম্পূর্ণ কচ্ছপটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং তার কোনো অংশ কাটা না থাকে।

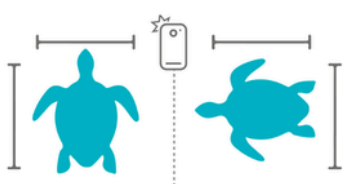

কচ্ছপের ময়নাতদন্ত (মরণোত্তর পরীক্ষা)

- ময়নাতদন্ত কেবলমাত্র কচ্ছপের মৃত্যুর কারণ জানার জন্য নয়, বরং এটি থেকে জানা যায় কচ্ছপ কোথায় বসবাস করত, তার স্বাস্থ্য কেমন ছিল এবং সে কী ধরনের হুমকির সম্মুখীন ছিল।
- যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন, ময়নাতদন্তটি সেই সমুদ্র সৈকতেই করা হোক যেখানে কচ্ছপটি পাওয়া গেছে।
- যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে, তাহলে কচ্ছপটিকে এমন একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিন, যেখানে তাকে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
- পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করুন — টিস্যু (Histopathology) নমুনা ফর্মালিনে রাখুন। ডিএনএ নমুনা ইথানলে সংরক্ষণ করুন।

ময়নাতদন্ত কিট

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	সংখ্যা
1.	জীবাণুমুক্ত ব্লেড	6
2.	স্ক্যালপেল হ্যান্ডেল	2
3.	সার্জিক্যাল কাঁচি	1
4.	আর্টিরি ফোর্সেপ	1
5.	ছুরি – বড়, মাঝারি ও ছোট	3
6.	রিব কাটার	1
7.	মেজারিং টেপ	2
8.	কলম / পার্মানেন্ট মার্কার	2
9.	মাস্ক	10
10.	দস্তানা	10
11.	নর্মাল স্যালাইন	1
12.	স্যাম্পল কাপ — 70% ইথানল, এনএস ও 10% ফর্মালিন ভর্তি করা	3
13.	জীবাণুমুক্ত সোয়াব (পেপটন, এনএস, কেরি ব্লেয়ার)	3
14.	সিরিঞ্জ (5 মি.লি.)	2
15.	জিপলক ব্যাগ	4
16.	শার্পস বক্স	1
17.	ডাস্টবিন (3টি বর্জ্যের ব্যাগসহ)	1
18.	স্ক্যাপুলা	2
19.	হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান	1